প্রথম আলো
03 SEP 2026

বৈদেশিক খাতে স্বস্তি, অভ্যন্তরীণ সূচক চাপে

অর্থনৈতিক পরিস্থিতি

বৈদেশিক মুদ্রা আসছে, রিজার্ভও বাড়ছে। তবে উৎপাদন, বিনিয়োগ ও ব্যবসা-বাণিজ্যে সেই স্বস্তির প্রতিফলন নেই।

নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা*

দেশের অর্থনীতির বৈদেশিক খাতে স্বস্তি ফিরেছে। প্রবাসী আয় ও পণ্য রপ্তানি—দুই উৎস থেকেই বৈদেশিক মুদ্রার প্রবাহ বেড়েছে। এতে বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভও ঊর্ধ্বমুখী। চলতি অর্থবছরের দ্বিতীয় মাস অর্থাৎ আগস্ট শেষে এ চিত্র দেখা যাচ্ছে।

অবশ্য বৈদেশিক খাতের সঙ্গে তাল মিলিয়ে এগোচ্ছে না দেশের অভ্যন্তরীণ অর্থনীতি। উচ্চ মূল্যস্ফীতির কারণে মানুষের ক্রয়ক্ষমতাও বাড়ছে না। ফলে অভ্যন্তরীণ চাহিদা দুর্বল রয়েছে, ব্যবসা-বাণিজ্যেও গতি নেই। তার মধ্যে নতুন করে যুক্ত হয়েছে জ্বালানিসংকট। গত দেড় মাস তীব্র গ্যাস-বিদ্যুৎসংকটে অধিকাংশ শিল্পকারখানার উৎপাদন কমবেশি ব্যাহত হয়েছে। তাতে ব্যবসার খরচ আরেক দফা বেড়েছে।

বৈদেশিক মুদ্রা আসছে, রিজার্ভও বাড়ছে। তবে উৎপাদন, বিনিয়োগ ও ব্যবসা-বাণিজ্যে সেই স্বস্তির প্রতিফলন না হওয়ার পেছনে উচ্চ মূল্যস্ফীতিকে দুষছেন অর্থনীতিবিদেরা। তাঁরা বলছেন, যতক্ষণ মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ করা যাবে না, ততক্ষণ পণ্যের চাহিদা বাড়বে না। আর পণ্যের চাহিদা না বাড়লে অর্থনীতিতে গতি আসবে না। এ ক্ষেত্রে শিল্পে জ্বালানি সরবরাহ অব্যাহত রাখতে হবে।

বাংলাদেশ ব্যাংকের তথ্যানুযায়ী, কয়েক মাস ধরে প্রবাসী আয়ে ভালো প্রবৃদ্ধি হচ্ছে। চলতি ২০২৬-২৭ অর্থবছরের প্রথম দুই মাস অর্থাৎ জুলাই ও আগস্টে প্রবাসী আয় এসেছে যথাক্রমে ২৮৬ ও ২৯৭ কোটি মার্কিন ডলার। তাতে জুলাইয়ে ১৫ শতাংশ প্রবৃদ্ধি হলেও আগস্টে তা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ২২ শতাংশে। টানা ছয় মাস তিন বিলিয়ন ডলারের বেশি প্রবাসী আয় আসার পর গত জুন থেকে ৩ বিলিয়ন ডলারের কম প্রবাসী আয় আসছে।

তীব্র জ্বালানিসংকটের মধ্যেও গত মাসে পণ্য রপ্তানি বেড়েছে। গত মাসে ৪৪৩ কোটি ডলারের পণ্য রপ্তানি হয়েছে। এই আয় গত বছরের একই সময়ের তুলনায় ১৩ শতাংশ বেশি। গত জুলাইয়ে পণ্য রপ্তানি কমেছিল দশমিক ৯০ শতাংশ।

প্রবাসী আয় ও রপ্তানি থেকে বৈদেশিক মুদ্রার প্রবাহ বাড়ায় রিজার্ভে তার ইতিবাচক প্রভাব পড়ছে। আইএমএফের হিসাব পদ্ধতি অনুযায়ী, গত জুলাইয়ে বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ ছিল ৩১ দশমিক ৬০ বিলিয়ন ডলার। গত ২৭ আগস্ট শেষে রিজার্ভ বেড়ে ৩২ দশমিক ৫৬ বিলিয়ন ডলারে দাঁড়ায়। গত বছরের ২৭ আগস্ট বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ ছিল ২৬ বিলিয়ন ডলার। তার মানে এক বছরের ব্যবধানে রিজার্ভ বেড়েছে ৬ দশমিক ৫৬ বিলিয়ন ডলার।

প্রবাসী আয়, পণ্য রপ্তানি ও রিজার্ভ—এই তিন অর্থনৈতিক সূচকের গত মাসের চিত্র পাওয়া গেলেও মূল্যস্ফীতির পরিসংখ্যান এখনো প্রকাশ করা হয়নি।

অর্থনীতির ৩ গুরুত্বপূর্ণ সূচকের অবস্থা

প্রবাসী আয় (কোটি ডলারে)

মাস	২০২৫-২৬	২০২৬-২৭	প্রবৃদ্ধি (%)
জুলাই	২৪৮	২৮৬	১৫.৩২
আগস্ট	২৪২	২৯৭	২২.৭৩

পণ্য রপ্তানি (কোটি ডলারে)

মাস	২০২৫-২৬	২০২৬-২৭	প্রবৃদ্ধি (%)
জুলাই	৪৭৭	৪৭২	-০.৯০
আগস্ট	৩৯২	৪৪৩	১৩.১৪

রিজার্ভ
(বিলিয়ন ডলারে)

বিপিএম মান-৬ অনুযায়ী রিজার্ভের হিসাব

সূত্র : ইপিবি ও বাংলাদেশ ব্যাংক

মূল্যস্ফীতি দীর্ঘদিন ধরেই ৯ শতাংশের ঘরে রয়েছে। তবে গত জুলাইয়ে তা সামান্য কমে ৮ দশমিক ৩২ শতাংশে দাঁড়িয়েছে। একইভাবে পণ্য আমদানি ও বেসরকারি ঋণপ্রবাহের সর্বশেষ চিত্রও এখন পর্যন্ত পাওয়া যায়নি।

ব্যবসা-বাণিজ্য চাপে

দেড় মাস ধরে দেশের শিল্পকারখানা তীব্র গ্যাস ও বিদ্যুতের সংকট ভুগছে। একাধিক শিল্পমালিক বলছেন, গত মাসে পণ্য রপ্তানি বেড়েছে। এর পেছনের ঘটনা খুবই করুণ। তার কারণ ছয় ঘণ্টা পর্যন্ত ডিজেলে কারখানা চালিয়ে কারখানার উৎপাদন সচল রাখতে হয়েছে। এতে সময়মতো রপ্তানি হলেও বিপুল আর্থিক ক্ষতি হয়েছে।

জানতে চাইলে দেশের ব্যবসায়ীদের শীর্ষ সংগঠন এফবিসিসিআইয়ের প্রশাসক ফজলুল হক *প্রথম আলো*কে বলেন, প্রবাসী আয়, পণ্য রপ্তানি ও রিজার্ভ—এই তিন বৈদেশিক খাতে স্বস্তি থাকলেও আনন্দ নেই। তার কারণ ব্যবসার খরচ অস্বাভাবিকভাবে বেড়ে গেছে। সেই তুলনায় ব্যবসা বাড়েনি। সরকার অর্থনীতি চাঙা করতে বিভিন্ন প্রণোদনা তহবিল ঘোষণা করেছে। তবে মূল্যস্ফীতি কমাতে না কমলে দেশের ব্যবসা-বাণিজ্য চাঙা হবে না। পাশাপাশি শিল্পে চাহিদা অনুযায়ী জ্বালানি সরবরাহে কার্যকর উদ্যোগ নিতে হবে।

সরকারের খরচ বাড়ছে

মধ্যপ্রাচ্যের সংকট শুরুর পর জ্বালানি কিনতে সরকারের ব্যয় বেড়েছে। গত ২০২৫-২৬ অর্থবছর ১০ দশমিক ৬৩ বিলিয়নের জ্বালানি আমদানি করেছে, যা তার আগের বছরের তুলনায় ৫ বিলিয়ন ডলার বেশি।

রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের পর থেকে অর্থনীতির গতি শ্লথ থাকায় সরকারের রাজস্ব আদায় কমেছে। গত ২০২৫-২৬ অর্থবছরে লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে রাজস্ব আদায় কম হয়েছে সাড়ে ৮৭ হাজার কোটি টাকা। চলতি অর্থবছরেও রাজস্ব আদায় পরিস্থিতির কোনো উন্নতি নেই। এমন পরিস্থিতিতে সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বেতন বৃদ্ধি পাচ্ছে ১০০ থেকে ১৪২ শতাংশ। মূল বেতন, ভাতাসহ মোট চার ধাপে এই বেতনকাঠামো বাস্তবায়িত হলেও সরকারের আর্থিক চাপ বাড়বে।

জানতে চাইলে বেসরকারি গবেষণাপ্রতিষ্ঠান সিপিডির গবেষণা পরিচালক খন্দকার গোলাম মোয়াজ্জেম বলেন, দেশের অর্থনীতি ভালো বলা যাবে না। শিল্প খাতের উৎপাদন শ্লথ। উচ্চ মূল্যস্ফীতির কারণে পণ্যের চাহিদা কম। সরকারি কর্মচারীদের বেতন বৃদ্ধিতে মূল্যস্ফীতি আরও উসকে যাওয়ার শঙ্কাও আছে। অভ্যন্তরীণ নাজুক পরিস্থিতির উন্নতি করা না গেলে বহিঃস্থ খাতেও নেতিবাচক প্রভাব পড়তে পারে।

প্রথম আলো
03 SEP 2026

পোশাক খাতে সাশ্রয়ী জ্বালানির ব্যবহার বাড়ানোর আহ্বান

এইচএসবিসির আলোচনা

অর্থ-বাণিজ্য ডেস্ক

বাংলাদেশের তৈরি পোশাক খাতে নির্ভরযোগ্য, সাশ্রয়ী ও পরিবেশবান্ধব জ্বালানির ব্যবহার বাড়াতে হবে। এ জন্য সংশ্লিষ্ট অংশীজনদের মধ্যে সহযোগিতা বাড়ানোর ওপর গুরুত্ব দিয়েছেন খাতসংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা। তাঁদের মতে, নীতিসহায়তা, উন্নত প্রযুক্তি ও উদ্ভাবনী অর্থায়নের মাধ্যমে বেসরকারি বিনিয়োগ বাড়ানোর প্রয়োজন রয়েছে।

গতকাল বুধবার 'পরিবর্তনশীল জ্বালানি প্রেক্ষাপটে পোশাক খাতে কার্বনমুক্তকরণের অগ্রযাত্রা' শীর্ষক এক গোলটেবিল আলোচনায় এমন অভিমত উঠে আসে। এইচএসবিসি বাংলাদেশ, ইউরোপীয় ইউনিয়ন (ইইউ), বাংলাদেশে সুইডিশ দূতাবাস ও অ্যাপারেল ইমপ্যাক্ট ইনস্টিটিউট যৌথভাবে এ আলোচনার আয়োজন করে। এতে সরকারি বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, বৈশ্বিক পোশাক ব্র্যান্ড, তৈরি পোশাক প্রস্তুতকারক, আর্থিক প্রতিষ্ঠান, উন্নয়ন সহযোগী ও শিল্পসংগঠনের প্রতিনিধিরা অংশ নেন।

আলোচনায় বলা হয়, পরিচ্ছন্ন জ্বালানির ব্যবহার বাড়ানো শুধু পরিবেশ রক্ষার বিষয় নয়, এটি পোশাক খাতের ব্যবসায়িক সক্ষমতা বাড়ানোরও সুযোগ।

আরও বলা হয়, নির্ভরযোগ্য নবায়নযোগ্য জ্বালানি সহজলভ্য হলে কারখানার কার্বন নিঃসরণ কমবে। একই সঙ্গে কমতে পারে উৎপাদন ব্যয়। এতে আন্তর্জাতিক ব্র্যান্ডগুলোর চাহিদা পূরণ করা সহজ হবে। বৈশ্বিক পোশাক সরবরাহকারী দেশ হিসেবে বাংলাদেশের অবস্থানও আরও শক্তিশালী হবে।

অ্যাপারেল ইমপ্যাক্ট ইনস্টিটিউটের ক্রিস্টিনা এলিন্ডার লিলহাস অনুষ্ঠানে মূল বক্তব্য দেন। তিনি আন্তর্জাতিক গবেষণা এবং বাংলাদেশের সম্ভাবনার বিভিন্ন দিক তুলে ধরেন।

গবেষণা অনুযায়ী, ২০৩০ সালের মধ্যে পোশাক খাতে কার্বন নিঃসরণ ৫০ শতাংশ কমানোর বৈশ্বিক লক্ষ্যমাত্রা আছে। এই লক্ষ্য অর্জনে প্রায় ৬ দশমিক ৬ বিলিয়ন মার্কিন ডলার বিনিয়োগ প্রয়োজন।

ইইউর রাষ্ট্রদূত মাইকেল মিলার বলেন, ইউরোপীয় বাজার ও বৈশ্বিক সরবরাহব্যবস্থা চায়, ভবিষ্যতে কার্বন নিঃসরণ কম হোক। বাংলাদেশের পোশাক খাতের প্রতিযোগিতার সক্ষমতা ধরে রাখতে পরিচ্ছন্ন জ্বালানির ব্যবহার বাড়ানো জরুরি।

এইচএসবিসি বাংলাদেশের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (সিইও) মো. মাহবুবুর রহমান বলেন, পোশাক খাতে বাংলাদেশের বৈশ্বিক নেতৃত্ব আরও শক্তিশালী করতে হবে। পাশাপাশি জ্বালানি রূপান্তরের বিষয়টি বাণিজ্যিকভাবে কার্যকর করা জরুরি।

মো. মাহবুবুর রহমান আরও বলেন, সহায়ক নীতি, উন্নত প্রযুক্তি ও উদ্ভাবনী অর্থায়নের মাধ্যমে বেসরকারি বিনিয়োগ আকর্ষণ করতে হবে। ভবিষ্যৎ বিনিয়োগ ও প্রতিযোগিতার জন্য এটিই হবে মূল চালিকা শক্তি।

ঢাকা।

সমকাল
03 SEP 2026

পোশাক রপ্তানি খাতের সমস্যা সমাধানের তাগিদ রাষ্ট্রপতির

■ বাসস

বিজিএমইএর পরিচালনা পর্ষদের প্রতিনিধি দলের সাক্ষাৎ

রাষ্ট্রপতি মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর তৈরি পোশাক রপ্তানি খাতে বিদ্যমান সমস্যাগুলো দ্রুত সমাধানের আহ্বান জানিয়েছেন। তিনি বলেছেন, দীর্ঘদিন ধরে দেশের তৈরি পোশাক শিল্পে যে অব্যবস্থাপনা ও অনিয়ম চলে আসছে, তা সমাধানে সরকার কাজ করছে। সমস্যাগুলো দ্রুত সমাধানের সর্বোচ্চ চেষ্টা অব্যাহত রয়েছে।

গতকাল বুধবার রাষ্ট্রপতির সঙ্গে বাংলাদেশ পোশাক প্রস্তুতকারক ও রপ্তানিকারক সমিতির (বিজিএমইএ) পরিচালনা পর্ষদের একটি প্রতিনিধি দল সৌজন্য সাক্ষাৎকালে তিনি এ কথা বলেন। রাষ্ট্রপতির প্রেস সচিব মো. সরওয়ার আলম এসব তথ্য জানিয়েছেন।

বিজিএমইএর সভাপতি মাহমুদ হাসান খান প্রতিনিধি দলের নেতৃত্ব দেন। এ সময় তারা তৈরি পোশাক শিল্পে বিদ্যমান সমস্যাগুলো রাষ্ট্রপতির কাছে তুলে ধরে সমাধানে তাঁর সহযোগিতা কামনা করেন। জবাবে রাষ্ট্রপতি তাদের সমস্যাগুলো সমাধানে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়ার ব্যাপারে আশ্বস্ত করেন।

সাক্ষাৎকালে বিজিএমইএ আগামী ১৯ নভেম্বর বাংলাদেশ-চীন মৈত্রী সম্মেলন কেন্দ্রে অনুষ্ঠেয় ২৫তম বাটেক্সপো ২০২৬-এর সমাপনী অনুষ্ঠানে রাষ্ট্রপতিকে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকার জন্য আমন্ত্রণ জানায়। রাষ্ট্রপতি অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকার আশাবাদ ব্যক্ত করেন। সাক্ষাৎকালে রাষ্ট্রপতির সচিব ও ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

যুক্তরাষ্ট্র ভ্রমণে ভিসা ব্যবস্থা সহজ করার আহ্বান

রাষ্ট্রপতি মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর বাংলাদেশের ব্যবসায়ী ও প্রকৃত পর্যটকদের জন্য যুক্তরাষ্ট্র ভ্রমণের ক্ষেত্রে বর্তমানে চালু 'ভিসা বন্ড' ব্যবস্থা পর্যালোচনা ও সহজ করতে যুক্তরাষ্ট্রের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন। বুধবার সকালে বঙ্গভবনে মার্কিন রাষ্ট্রদূত ব্রেন্ট টি ক্রিস্টেনসেন রাষ্ট্রপতির সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎকালে রাষ্ট্রপতি এ আহ্বান জানান।

সাক্ষাৎকালে মার্কিন রাষ্ট্রদূত রাষ্ট্রপতি হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণের জন্য মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীরকে আন্তরিক অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জানান। রাষ্ট্রপতি বাংলাদেশের কৃষি খাতের উন্নয়নে অতীতে যুক্তরাষ্ট্রের বিনিয়োগ ও সহযোগিতার কথা স্মরণ করেন এবং এ খাতে অধিকতর মার্কিন বিনিয়োগ ও সহযোগিতা বাড়ানোর আহ্বান জানান।

রাষ্ট্রপতি বলেন, দুই দেশের বাণিজ্যিক সম্পর্ক সম্প্রসারণের ক্ষেত্রে এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ অগ্রগতি। তবে উভয় দেশের অর্থনৈতিক বাস্তবতা ও স্বার্থ বিবেচনায় নিয়ে এ চুক্তিকে আরও ভারসাম্যপূর্ণ ও পারস্পরিকভাবে লাভজনক করার সুযোগ রয়েছে।

মার্কিন রাষ্ট্রদূত এ সময় বাংলাদেশের প্রতি সহযোগিতা অব্যাহত রাখার আশ্বাস দেন।

রোববার ঠাকুরগাঁও যাচ্ছেন রাষ্ট্রপতি

রাষ্ট্রপতি মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর আগামী রোববার নিজ শহর ঠাকুরগাঁও যাচ্ছেন। রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব গ্রহণের পর নিজ জেলায় এটাই তাঁর প্রথম সফর। সফরের প্রথম দিনে রাষ্ট্রপতি একটি নাগরিক সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে যোগ দেবেন। পরদিন ঠাকুরগাঁও বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করবেন।

রাষ্ট্রপতি মা-বাবার কবর জিয়ারত ও এলাকার ব্যক্তিদের সঙ্গে মতবিনিময় করবেন। রাষ্ট্রপতির আগামী ৭ সেপ্টেম্বর ঢাকায় ফেরার কথা রয়েছে।

ঢাকা। রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো

সমকাল
03 SEP 2026

গতকাল বুধবার এইচএসবিসি বাংলাদেশ, ইউরোপীয় ইউনিয়ন, সুইডিশ দূতাবাস ও অ্যাপারেল ইমপ্যাক্ট ইনস্টিটিউটের যৌথ আয়োজনে তৈরি পোশাক খাতে পরিচ্ছন্ন জ্বালানি নিয়ে এক গোলটেবিল আলোচনায় বক্তারা ফটো রিলিজ

পোশাক খাতে পরিবেশবান্ধব জ্বালানির ব্যবহার জরুরি

সমকাল প্রতিবেদক

বাংলাদেশের তৈরি পোশাক খাতে পরিচ্ছন্ন জ্বালানির সম্প্রসারণ শুধু পরিবেশগত দায়িত্ব নয়, বাণিজ্যিক সক্ষমতা বাড়ানোরও বড় সুযোগ। এ খাতের সক্ষমতা ধরে রাখতে পরিবেশবান্ধব জ্বালানির ব্যবহার অত্যন্ত জরুরি। নির্ভরযোগ্য নবায়নযোগ্য জ্বালানির সহজলভ্যতা কারখানার কার্বন নিঃসরণ এবং উৎপাদন ব্যয় কমাতে সহায়তা করবে, যা আন্তর্জাতিক ব্র্যান্ডগুলোর চাহিদা পূরণ করে বাংলাদেশকে বিশ্বের অন্যতম শীর্ষ পোশাক সরবরাহকারী দেশ হিসেবে সুপ্রতিষ্ঠিত করবে।

বাংলাদেশের তৈরি পোশাক খাতে নির্ভরযোগ্য, সাশ্রয়ী ও পরিবেশবান্ধব জ্বালানির ব্যবহার ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে এইচএসবিসি বাংলাদেশ, ইউরোপীয় ইউনিয়ন, সুইডিশ দূতাবাস ও অ্যাপারেল ইমপ্যাক্ট ইনস্টিটিউটের (এআইআই) যৌথ আয়োজনে 'পরিবর্তনশীল জ্বালানি প্রেক্ষাপটে পোশাক খাতে কার্বনমুক্তকরণের অগ্রযাত্রা' শীর্ষক গোলটেবিল আলোচনায় বক্তারা এমন মত দেন।

এইচএসবিসি বাংলাদেশ জানায়, গতকাল বুধবার ঢাকায় এ আলোচনার আয়োজন করা হয়। এখানে সরকারের মন্ত্রণালয়, বৈশ্বিক পোশাক ব্র্যান্ড, প্রস্তুতকারক, আর্থিক প্রতিষ্ঠান, উন্নয়ন সহযোগী, শিল্প সংগঠনের প্রতিনিধিসহ জাতীয় ও আন্তর্জাতিক অংশীজন অংশ নেন।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশে ইউরোপীয় ইউনিয়নের রাষ্ট্রদূত ও হেড অব ডেলিগেশন মাইকেল মিলার, অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগের জাতিসংঘ উইং প্রধান ও সরকারের অতিরিক্ত সচিব, এ কে এম সোহেল, সুইডিশ দূতাবাসের চার্জ দি অ্যাফেয়ার্স ওলে লুনদিন, এইচএসবিসি বাংলাদেশের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা মো. মাহবুব উর রহমান, বাংলাদেশ ব্যাংকের ডেপুটি গভর্নর মো. সারওয়ার হোসাইন, বিজিএমইএর সহসভাপতি বিদিয়া অমৃত খান, এআইআইর ক্রিস্টিনা এলিন্ডার লিলহাস, এইচঅ্যান্ডএম গ্রুপের কিম হেলস্ট্রম, এটিটিআইর অলিভিয়া উইন্ডহাম স্টুয়ার্ট প্রমুখ।

গোলটেবিল আলোচনায় বক্তারা

অ্যাপারেল ইমপ্যাক্ট ইনস্টিটিউটের ক্রিস্টিনা এলিন্ডার লিলহাস জানান, তাদের গবেষণায় দেখা গেছে, ২০৩০ সালের মধ্যে পোশাক খাতে ৫০ শতাংশ কার্বন নিঃসরণ কমানোর বৈশ্বিক লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে প্রায় ৬.৬ বিলিয়ন মার্কিন ডলার বিনিয়োগ প্রয়োজন।

এইচএসবিসি হোল্ডিংসের গ্লোবাল সাসটেইনেবিলিটির গ্লোবাল হেড অব ক্লিন পাওয়ার সিস্টেমস র‍্যান্ডলফ ব্রেজার এবং এইচএসবিসির এশিয়া ও মধ্যপ্রাচ্যের সাসটেইনেবিলিটি ও জলবায়ু পরিবর্তনবিষয়ক প্রধান জাস্টিন উ ভার্চুয়ালি সংযুক্ত হয়ে বাংলাদেশের পরিচ্ছন্ন জ্বালানির সম্ভাবনা নিয়ে তাদের মতামত উপস্থাপন করেন।

ইউরোপীয় ইউনিয়নের রাষ্ট্রদূত মাইকেল মিলার বলেন, 'ইউরোপীয় বাজার ও বৈশ্বিক সাপ্লাই চেইন যেহেতু সীমিত কার্বন ভবিষ্যতের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে, তাই বাংলাদেশের তৈরি পোশাক খাতের সক্ষমতা ধরে রাখতে পরিচ্ছন্ন জ্বালানির ব্যবহার অত্যন্ত জরুরি। উৎপাদন শক্তির সঙ্গে পরিবেশবান্ধব প্রক্রিয়ার সমন্বয় ঘটিয়ে টেকসই সোর্সিংয়ের শীর্ষস্থান অর্জনের এই সুযোগ বাংলাদেশকে পূর্ণাঙ্গভাবে কাজে লাগাতে হবে।

এইচএসবিসি বাংলাদেশের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা মো. মাহবুব উর রহমান বলেন, পোশাক খাতে বাংলাদেশের বৈশ্বিক নেতৃত্ব সুদৃঢ় হওয়ার সঙ্গে জ্বালানি রূপান্তরের বাণিজ্যিকায়ন এখন সময়ের দাবি। সহায়ক নীতি, উন্নয়নশীল প্রযুক্তি ও উদ্ভাবনী অর্থায়নের মাধ্যমে বেসরকারি মূলধন আকৃষ্ট করাই হবে ভবিষ্যৎ বিনিয়োগ ও প্রতিযোগিতার মূল চালিকাশক্তি।

বাণিজ্য তথ্য কেন্দ্র ★ রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো ★ ঢাকা।

বণিক বার্তা
03 SEP 2026

এইচএসবিসি, ইইউ, সুইডিশ দূতাবাস ও এআইআইয়ের আলোচনা সভা

পোশাক খাতে পরিচ্ছন্ন জ্বালানি রূপান্তরে বিনিয়োগ লাগবে ৬.৬ বিলিয়ন ডলার

বণিক বার্তা ডেস্ক ■

বাংলাদেশের তৈরি পোশাক খাতে ২০৩০ সালের মধ্যে ৫০ শতাংশ কার্বন নিঃসরণ কমানোর বৈশ্বিক লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে প্রায় ৬ দশমিক ৬ বিলিয়ন ডলার বিনিয়োগ প্রয়োজন বলে জানিয়েছে অ্যাপারেল ইমপ্যাক্ট ইনস্টিটিউট (এআইআই)। এ লক্ষ্যে পোশাক খাতে নির্ভরযোগ্য, সাশ্রয়ী ও পরিবেশবান্ধব জ্বালানির ব্যবহার বাড়ানোর ওপর গুরুত্ব দিয়েছেন সংশ্লিষ্ট অংশীজনরা।

বাংলাদেশের পোশাক খাতে পরিচ্ছন্ন জ্বালানিতে রূপান্তর নিয়ে গতকাল এক উচ্চ পর্যায়ের গোলটেবিল আলোচনায় এ তথ্য উঠে আসে। এইচএসবিসি বাংলাদেশ, ইউরোপীয় ইউনিয়ন (ইইউ), বাংলাদেশে অবস্থিত সুইডিশ দূতাবাস ও অ্যাপারেল ইমপ্যাক্ট ইনস্টিটিউট যৌথভাবে 'পরিবর্তনশীল জ্বালানি প্রেক্ষাপটে পোশাক খাতে কার্বনমুক্তকরণের অগ্রযাত্রা' শীর্ষক এ আলোচনার আয়োজন করে।

অনুষ্ঠানে বাংলাদেশে ইইউর রাষ্ট্রদূত ও হেড অব ডেলিগেশন মাইকেল মিলার, অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগের অতিরিক্ত সচিব ও জাতিসংঘ উইংয়ের প্রধান একেএম সোহেল, সুইডিশ দূতাবাসের চার্জ দ্য অ্যাফেয়ার্স ওলে লুনদিন, এইচএসবিসি বাংলাদেশের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (সিইও) মো. মাহবুব উর রহমান, বাংলাদেশ ব্যাংকের ডেপুটি গভর্নর মো. সারওয়ার হোসেইন এবং বিজিএমইএর সহসভাপতি বিদ্যা খান উপস্থিত ছিলেন। এছাড়া এআইআইয়ের ক্রিস্টিনা এলিন্ডার লিল্হাস, এইচঅ্যান্ডএম গ্রুপের কিম হেলস্ট্রম ও অলিভিয়া উইন্ডহাম স্টুয়ার্টসহ সংশ্লিষ্ট অংশীজনরা উপস্থিত ছিলেন।

এ সময় ইইউ রাষ্ট্রদূত মাইকেল মিলার বলেন, 'ইউরোপীয় বাজার ও বৈশ্বিক সরবরাহ ব্যবস্থা যখন সীমিত কার্বন ভবিষ্যতের দিকে এগোচ্ছে, তখন বাংলাদেশের তৈরি পোশাক খাতের সক্ষমতা ধরে রাখতে পরিচ্ছন্ন জ্বালানির ব্যবহার জরুরি।'

এইচএসবিসি বাংলাদেশের সিইও মো. মাহবুব উর রহমান বলেন, 'সহায়ক নীতি, উন্নয়নশীল প্রযুক্তি ও উদ্ভাবনী অর্থায়নের মাধ্যমে বেসরকারি মূলধন আকৃষ্ট করাই ভবিষ্যৎ বিনিয়োগ ও প্রতিযোগিতার মূল চালিকাশক্তি হবে।' মূল বক্তব্য অধিবেশনে আন্তর্জাতিক গবেষণা ও বাংলাদেশের সম্ভাবনা তুলে ধরেন এআইআইয়ের ক্রিস্টিনা এলিন্ডার লিলহাস। আলোচনা শেষে অংশগ্রহণকারীরা আন্তর্জাতিক অংশীদারত্ব জোরদারের ওপর গুরুত্ব দেন।

বণিক বার্তা
03 SEP 2026

রাষ্ট্রপতির সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করে বিজিএমইএর পরিচালনা পর্ষদের প্রতিনিধি দল ছবি : বিজিএমইএ

রাষ্ট্রপতির সহায়তা চাইল বিজিএমইএ

তিন বছরে বন্ধ ৪০০ পোশাক কারখানা, ব্যয় বেড়েছে ৪০ শতাংশ

নিজস্ব প্রতিবেদক ■

জ্বালানি সংকট, উৎপাদন ব্যয় বৃদ্ধি ও রফতানি আদেশ কমে যাওয়ায় দেশের তৈরি পোশাক শিল্প কঠিন সময় পার করছে বলে জানিয়েছেন বাংলাদেশ পোশাক প্রস্তুতকারক ও রফতানিকারক সমিতির (বিজিএমইএ) নেতারা। তাদের দাবি, গত তিন বছরে উচ্চ ব্যয় ও অর্ডার সংকটের কারণে প্রায় ৪০০ পোশাক কারখানা বন্ধ হয়ে গেছে। একই সময়ে উৎপাদন ব্যয় বেড়েছে প্রায় ৪০ শতাংশ। এসব সংকট থেকে উত্তরণে জ্বালানি সরবরাহ বাড়ানো, ঋণের সুদ হার কমানো, রফতানি-পরবর্তী অর্থায়ন সুবিধা চালু, অবকাঠামো উন্নয়ন, এলডিসি উত্তরণের পর বাণিজ্য সুবিধা ধরে রাখতে নতুন চুক্তি করার উদ্যোগসহ একাধিক সুপারিশ রাষ্ট্রপতি মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীরের কাছে তুলে ধরেছে বিজিএমইএ।

গতকাল বঙ্গভবনে রাষ্ট্রপতির সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করে বিজিএমইএ সভাপতি মাহমুদ হাসান খানের নেতৃত্বে সংগঠনটির পরিচালনা পর্ষদের একটি প্রতিনিধি দল। সাক্ষাতে পোশাক শিল্পের বর্তমান পরিস্থিতি, সংকট ও সম্ভাবনা নিয়ে আলোচনা হয়। সাক্ষাতে উপস্থিত ছিলেন বিজিএমইএর সিনিয়র সহসভাপতি ইনামুল হক খান, সহসভাপতি মো. রেজোয়ান সেলিম, সহসভাপতি (অর্থ) মিজানুর রহমান, সহসভাপতি ভিদিয়া অমৃত খান, সহসভাপতি মো. শিহাব উদ্দোজা চৌধুরী, সহসভাপতি মোহাম্মদ রফিক চৌধুরীসহ পরিচালনা পর্ষদের সদস্যরা।

বিজিএমইএর পক্ষ থেকে রাষ্ট্রপতিকে জানানো হয়, পর্যাপ্ত গ্যাস না পাওয়ায় দেশের অধিকাংশ পোশাক কারখানা তাদের উৎপাদন সক্ষমতার অর্ধেকেরও কম ব্যবহার করতে পারছে। এতে সময়মতো রফতানি আদেশ সরবরাহ করা কঠিন হয়ে পড়ছে।

বিজিএমইএ বলেছে, ২০২৫-২৬ অর্থবছরে বাংলাদেশের পোশাক রফতানি কমেছে ১ দশমিক ৬৪ শতাংশ। চলতি ২০২৬-২৭ অর্থবছরের জুলাইয়েও রফতানি কমেছে ১ দশমিক ৯২ শতাংশ। অন্যদিকে মূলধনি যন্ত্রপাতি আমদানি কমে যাওয়ায় নতুন বিনিয়োগও স্থবির হয়ে পড়ছে। উচ্চ উৎপাদন ব্যয় ও রফতানি আদেশের সংকট সামাল দিতে না পেরে গত তিন বছরে প্রায় ৪০০ পোশাক কারখানা বন্ধ হয়েছে বলে জানিয়েছে বিজিএমইএ। সংগঠনটির মতে, এ পরিস্থিতি শুধু শিল্পের সক্ষমতাকেই নয়, কর্মসংস্থানকেও ঝুঁকির মুখে ফেলছে।

চলতি মূলধন ও বাণিজ্য ঋণের সুদের হার কমানোর দাবি জানিয়েছে বিজিএমইএ। পোশাক খাতের জন্য বিশেষায়িত 'পোস্ট-শিপমেন্ট ফাইন্যান্সিং স্কিম' চালুর প্রস্তাবও দেয়া হয়েছে। এছাড়া গ্রিন ট্রান্সফরমেশন ফান্ড (জিটিএফ) ও টেকনোলজি ডেভেলপমেন্ট ফান্ডে (টিডিএফ) অর্থ বরাদ্দ উল্লেখযোগ্যভাবে বাড়ানোর সুপারিশ করা হয়েছে। ব্যবসা পরিচালনার পরিবেশ সহজ করতে কাস্টমসের বন্ড অডিট প্রক্রিয়া জটিলতামুক্ত ও প্রাতিষ্ঠানিক করার প্রস্তাব দিয়েছে বিজিএমইএ। পোশাক কারখানার কাঁচামাল দ্রুত সরবরাহের জন্য বেনাপোল স্থলবন্দর দিয়ে সুতা আমদানির প্রক্রিয়া পুনরায় চালুর দাবিও জানিয়েছে সংগঠনটি।

বিজিএমইএ নেতাদের বক্তব্য সহানুভূতির সঙ্গে শোনেন রাষ্ট্রপতি মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর। তিনি তৈরি পোশাক শিল্পকে জাতীয় অর্থনীতির অন্যতম প্রধান 'মেরুদণ্ড' হিসেবে উল্লেখ করেন। রাষ্ট্রপতি বলেন, 'সাময়িক প্রতিকূলতা কাটিয়ে বিশ্ববাজারে বাংলাদেশের তৈরি পোশাক শিল্পের শীর্ষ অবস্থান ধরে রাখা জরুরি।' এ লক্ষ্যে শিল্পের টেকসই বিকাশ ও সুরক্ষায় সংশ্লিষ্ট সরকারি মন্ত্রণালয় ও কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আলোচনা করে প্রয়োজনীয় নীতিগত সহযোগিতা দেয়ার আশ্বাস দেন তিনি।

কালবেলা
03 SEP 2026

শিপ রিসাইক্লিং খাতে বিনিয়োগে আগ্রহী জাপানের মিতসুই

কালবেলা প্রতিবেদক »

বাংলাদেশের সম্ভাবনাময় শিপ রিসাইক্লিং খাতে বিনিয়োগ ও প্রযুক্তিগত সহযোগিতায় আগ্রহ প্রকাশ করেছে জাপানের শীর্ষস্থানীয় শিপিং কোম্পানি মিতসুই ওএসকে লাইনস (এমওএল)। পরিবেশবান্ধব জাহাজ পুনঃপ্রক্রিয়াজাতকরণ, প্রযুক্তি স্থানান্তর এবং দক্ষ মানবসম্পদ উন্নয়নে বাংলাদেশের সঙ্গে দীর্ঘমেয়াদি অংশীদারত্ব গড়ে তুলতে চায় প্রতিষ্ঠানটি।

গতকাল বুধবার শিল্প মন্ত্রণালয়ে শিল্প, বাণিজ্য এবং বস্ত্র ও পাটমন্ত্রী খন্দকার আব্দুল মুক্তাদিরের সঙ্গে এমওএলের একটি উচ্চপর্যায়ের প্রতিনিধিদলের বৈঠকে এ আগ্রহের কথা জানানো হয়।

বৈঠকে বাণিজ্যমন্ত্রী বলেন, বাংলাদেশের শিল্পায়ন, কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিতে জাহাজ পুনঃপ্রক্রিয়াজাতকরণ এবং জাহাজ নির্মাণ শিল্প গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে। এ দুটি খাতের উন্নয়নের মাধ্যমে প্রযুক্তি স্থানান্তর, দক্ষ জনবল তৈরি, বিনিয়োগ সম্প্রসারণ এবং রপ্তানি সক্ষমতা বাড়ানো সম্ভব।

তিনি বলেন, বাংলাদেশ বর্তমানে বিশ্বের অন্যতম প্রধান জাহাজ পুনঃপ্রক্রিয়াজাতকারী দেশ। এ খাতে দেশের দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতা, দক্ষ শ্রমশক্তি ও প্রয়োজনীয় অবকাঠামো রয়েছে। বর্তমানে দেশে প্রায় ৩১টি গ্রিন শিপ রিসাইক্লিং স্থাপনা চালু রয়েছে। আগামী কয়েক বছরে এ সংখ্যা তিন অঙ্কে উন্নীত করার পরিকল্পনা রয়েছে সরকারের।

মন্ত্রী বলেন, সরকারের লক্ষ্য শুধু পুরোনো জাহাজ পুনঃপ্রক্রিয়াজাতকরণে সীমাবদ্ধ থাকা নয়; বিদ্যমান সক্ষমতাকে কাজে লাগিয়ে জাহাজ নির্মাণ শিল্পেরও একটি শক্তিশালী ভিত্তি গড়ে তোলা। এ ক্ষেত্রে জাপানের উন্নত প্রযুক্তি, ব্যবস্থাপনা দক্ষতা ও দীর্ঘদিনের জাহাজ নির্মাণের অভিজ্ঞতা বাংলাদেশের জন্য গুরুত্বপূর্ণ সহায়তা হতে পারে। বাংলাদেশ ও জাপানের পারস্পরিক আস্থা ও সহযোগিতার মাধ্যমে জাহাজ পুনঃপ্রক্রিয়াজাতকরণ ও জাহাজ নির্মাণ খাতকে একটি সমন্বিত ও শক্তিশালী শিল্পভিত্তিতে রূপান্তর করা সম্ভব।

এমওএল প্রতিনিধিদল বাংলাদেশের জাহাজ পুনঃপ্রক্রিয়াজাতকরণ খাতে বিনিয়োগ, প্রযুক্তি সহযোগিতা, দক্ষতা উন্নয়ন এবং দীর্ঘমেয়াদি অংশীদারত্বের বিষয়ে আগ্রহ প্রকাশ করে। বৈঠকে শিল্প মন্ত্রণালয়ের সচিব আব্দুন নাসের খান, এমওএলের মহাব্যবস্থাপক কেনতারো উয়েদা; গ্লোবাল শিপ রিসাইক্লিংয়ের প্রকল্প ব্যবস্থাপক তাকাহা উয়েমাতসু, এমওএলের জ্যেষ্ঠ পরিচালক সেনজি তোকুমোতো এবং মন্ত্রণালয়ের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

বাণিজ্য তথ্য কেন্দ্র
ঢাকা।
রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো

The Financial Express
03 SEP 2026

BGMEA DELEGATION MEETS MIRZA FAKHRUL

President for urgent action to address RMG sector challenges

FE REPORT

- Gas shortages force most factories to operate below 50pc capacity
- Production costs rise nearly 40pc in three years amid higher energy, financing and wage costs
- Nearly 400 garment factories shut in three years, says BGMEA
- BGMEA seeks two more FSRUs, lower energy tariffs and cheaper loans

President Mirza Fakhrul Islam Alamgir on Wednesday stressed the need to address the existing challenges facing the country's readymade garment (RMG) industry.

He made the remarks when a delegation of the Bangladesh Garment Manufacturers and Exporters Association (BGMEA), led by its President Mahmud Hasan Khan, paid a courtesy call on him at Bangabhaban.

During the meeting, the delegation apprised the President of the challenges confronting the garment industry and sought his cooperation in resolving them.

The President assured the delegation that necessary measures would be taken to address their concerns.

The government is working to tackle mismanagement and irregularities that have persisted in the garment industry for a long time, he added.

In a statement, the BGMEA said inadequate gas supply was among the major challenges highlighted by its leadership at the meeting.

Most factories are operating at less than 50 per cent of their capacity because of gas shortages, putting international export orders at risk, they said.

High energy tariffs, soaring bank interest rates and wage adjustments have increased overall production costs by nearly 40 per cent over the past three years, according to the trade body.

RMG exports contracted by 1.64 per cent in FY2025-26 and declined by another 1.92 per cent in July of FY2026-27, it said.

The BGMEA also said a decline in capital machinery imports had stalled new investment, while high operating costs and order shortages had forced nearly 400 garment factories to close over the past three years, raising serious concerns over job security.

The trade body also discussed its six-point proposals and strategic policy recommendations aimed at restoring stability in the sector.

The proposals included prompt installation of two additional floating storage and regasification units (FSRUs), withdrawal of all import duties on energy, prioritisation of gas connections for small and medium-sized factories, and provision of low-interest loans for solar power adoption.

The BGMEA also called for fast-tracking the Dhaka-Chattogram Expressway project, constructing temporary expanded cargo sheds at Dhaka airport, and expediting completion of the Bay Terminal and Matarbari Deep Sea Port.

It urged the government to lower interest rates on working capital and trade credit, launch a specialised post-shipment financing scheme, and increase allocations for the Green Transformation Fund (GTF) and Technology Upgradation and Development Fund (TDF).

To improve the ease of doing business, the BGMEA proposed streamlining customs bond audit procedures and reopening yarn imports through the Benapole land port.

For post-LDC trade protection, the apex apparel body called for stronger diplomatic efforts to sign free trade agreements (FTAs) and preferential trade agreements (PTAs) with key trading partners, particularly an FTA with the European Union, to help preserve duty-free market access after Bangladesh's LDC graduation.

Other proposals included allocating land in Gazipur for a modern hospital for garment workers and formulating formal policies for the jhut (garment waste) trade.

munni_fe@yahoo.com

The Financial Express
03 SEP 2026

HSBC Bangladesh, the Apparel Impact Institute (Aii), the Embassy of Sweden and the Delegation of the European Union to Bangladesh jointly organised a roundtable, titled 'Advancing Decarbonisation for Apparel in a Changing Energy Landscape' in Dhaka recently.

Roundtable on clean energy transition

Apparel sector needs $6.6b to achieve 50pc decarbonisation by 2030

FE DESK

Bangladesh's apparel sector needs an estimated $6.6 billion in investment to achieve 50 per cent decarbonisation by 2030, according to research presented at a high-level roundtable on clean energy transition in the industry.

HSBC Bangladesh, the Apparel Impact Institute (Aii), the Embassy of Sweden in Bangladesh and the Delegation of the European Union to Bangladesh jointly organised the roundtable, titled 'Advancing Decarbonisation for Apparel in a Changing Energy Landscape' recently, says a press statement.

The roundtable focused on the growing urgency to accelerate Bangladesh's clean energy transition as global apparel supply chains move towards decarbonisation and markets, including the European Union, introduce increasingly stringent sustainability and environmental requirements.

The event brought together government officials, global apparel brands, manufacturers, financial institutions, development partners and industry associations to discuss ways to expand access to reliable and competitively priced clean energy for Bangladesh's apparel industry.

Kristina Elinder Liljas of Aii presented findings from the organisation's research on financing the decarbonisation of Bangladesh's apparel manufacturing sector.

The research identified Bangladesh as having significant potential to reduce emissions across global apparel supply chains, while estimating that $6.6 billion in investment would be required to achieve 50 per cent decarbonisation for the sector by 2030.

Speakers said greater access to reliable and competitively priced renewable energy would not only help reduce emissions but also lower energy costs, meet the expectations of international brands and markets, attract investment and strengthen Bangladesh's position as a leading apparel sourcing destination.

Michael Miller, Ambassador and Head of Delegation of the European Union to Bangladesh; A K M Sohel, Additional Secretary and UN Wing Chief at the Economic Relations Division; Olle Lundin, Chargé d'Affaires at the Embassy of Sweden; Md Mahbub ur Rahman, CEO of HSBC Bangladesh; Md Sarwar Hossain, Deputy Governor of Bangladesh Bank; Vidya Khan, Vice President of BGMEA; Kristina Elinder Liljas of Aii; Kim Hellstrom of H&M Group; and Olivia Windham Stewart of ATTI attended the roundtable.

Randolph Brazier, Global Head of Clean Power Systems, Global Sustainability, HSBC Holdings PLC, and Justin Wu, Head of Sustainability and Climate Change, Asia and Middle East at HSBC, also shared their views on Bangladesh's clean energy potential virtually.

ঢাকা।

The Financial Express
03 SEP 2026

Japanese firm eyes investment in BD's ship recycling sector

FE REPORT

Japanese shipping company Mitsui O.S.K. Lines (MOL) has expressed strong interest in investing in Bangladesh's ship recycling sector and providing technological cooperation as part of a long-term partnership between the two countries.

A delegation of MOL entrepreneurs expressed the interest during a meeting with Industries, Commerce and Textiles and Jute Minister Khandakar Abdul Muktadir at the Ministry of Industries on Wednesday, according to a senior ministry official.

The Japanese company is also interested in developing cooperation with Bangladesh in environmentally friendly ship recycling, technology transfer and skilled human resource development, the official said.

During the meeting, Muktadir said ship recycling and shipbuilding could play an important role in Bangladesh's industrialisation, employment generation and economic growth.

"Development of these two sectors will not only enhance industrial capacity but also contribute to technology transfer, skilled manpower development, expansion of investment and growth of export capacity," he said.

Bangladesh is currently one of the world's major ship recycling countries, with long-standing experience, a skilled workforce and the necessary infrastructure, the minister said.

Around 31 green ship recycling facilities are currently operating in the country, he said, adding that the government plans to increase the number to three digits in the coming years.

"Bangladesh's goal is not limited to recycling old ships; rather, the country wants to use its existing capabilities to build a strong foundation for the shipbuilding industry," Muktadir said.

Japan's technological expertise, advanced management practices and long experience in shipbuilding could provide significant support to Bangladesh, he added.

The minister said mutual trust and cooperation between Bangladesh and Japan could help transform the ship recycling and shipbuilding sectors into an integrated and strong industrial base.

He also stressed the importance of such cooperation for Japan as a maritime trade-dependent country, noting that maritime transport and shipbuilding are closely linked with Bangladesh's import of raw materials, industrial production and export activities.

The MOL delegation expressed interest in investment, technological cooperation, skills development and establishing a long-term partnership in Bangladesh's ship recycling sector.

Industries Secretary Abdun Naser Khan, MOL General Manager Kentaro Ueda, Global Ship Recycling Project Manager Takaha Uematsu, MOL Senior Director Senji Tokumoto and senior ministry officials, among others, attended the meeting.

talhabinhabib@yahoo.com

বাণিজ্য তথ্য কেন্দ্র
ঢাকা।
শিল্প উন্নয়ন ব্যুরো

The Daily Star
03 SEP 2026

Clean energy key to garment sector's competitiveness: EU envoy

STAR BUSINESS DESK

Bangladesh's garment industry will need greater access to clean energy to remain competitive as European markets and global supply chains move towards a low-carbon future, Michael Miller, the EU ambassador and head of delegation to Bangladesh, said yesterday.

"Bangladesh has an opportunity to combine its manufacturing strength with cleaner production and position itself at the forefront of sustainable sourcing," he said at a roundtable discussion titled "Advancing Decarbonisation for Apparel in a Changing Energy Landscape" in Dhaka, according to a press release.

The event was jointly organised by HSBC Bangladesh, Apparel Impact Institute (Aii), the Embassy of Sweden in Bangladesh and the Delegation of the European Union to Bangladesh.

Representatives from the government, global apparel brands, garment manufacturers, financial institutions, development partners and industry associations attended the event.

They discussed how Bangladesh can improve access to reliable and competitively priced clean energy for its apparel industry.

Michael said the shift towards a low-carbon future in European markets and global supply chains would make clean energy increasingly important for Bangladesh's garment sector.

"There is an opportunity to combine manufacturing strength with cleaner production that we encourage you to grasp with both hands, to place this country at the forefront of sustainable sourcing," he added.

Kristina Elinder Liljas, senior director of sustainable finance and engagement at Aii, presented findings from the organisation's research on financing the decarbonisation of Bangladesh's apparel manufacturing sector.

The research identifies Bangladesh as one of the countries with significant potential to reduce emissions across global apparel supply chains. It also highlights the investment needed to achieve this goal.

The sector will require $6.6 billion in investment to achieve 50 percent decarbonisation by 2030

The sector will require $6.6 billion in investment to achieve 50 percent decarbonisation by 2030, according to the research.

Md Mahbub ur Rahman, chief executive officer of HSBC Bangladesh, said, "As Bangladesh solidifies its global leadership in apparel, commercialising the energy transition is paramount. Unlocking private capital through supportive policy, scalable technology, and innovative financing will be the defining driver of future investment and competitiveness."

The roundtable also highlighted the importance of international partnerships in supporting Bangladesh's transition towards cleaner industrial production.

AKM Sohel, additional secretary and UN Wing chief of the Economic Relations Division at the Ministry of Finance; Olle Lundin, chargé d'affaires of the Embassy of Sweden; and Md Sarwar Hossain, deputy governor of Bangladesh Bank, also spoke at the event.

Participants said expanding access to clean energy is becoming important not only for environmental reasons but also for the competitiveness of the garment industry.

They said reliable and competitively priced renewable energy could help manufacturers reduce emissions and energy costs. It could also help them meet the expectations of international brands and markets.

Greater access to renewable energy could further help Bangladesh attract investment and strengthen its position as one of the world's leading apparel sourcing destinations.

Randolph Brazier, global head of clean power systems and global sustainability at HSBC Holdings PLC, and Justin Wu, head of sustainability and climate change for Asia and the Middle East at HSBC, also joined the event over Zoom and presented their views on Bangladesh's clean energy potential.

Vidya Khan, vice-president of the Bangladesh Garment Manufacturers and Exporters Association; Kim Hellström, senior sustainability manager for the Hong Kong special administrative region at H&M Group; and Olivia Windham Stewart, an independent sustainability adviser at ATTI Lead, among others, were also present.

ঢাকা।